



# আমাদের উৎসব

১১তম আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব বাংলাদেশ ২০১৮ | ফ্রেমে ফ্রেমে আগামী স্বপ্ন | Future in Frames

রবিবার | ২৮ জানুয়ারি, ২০১৮ | ৪ পাতা | মূল্য ৫ টাকা

০২

## আলোর শ্রোতে পাল তুলেছে হাজার প্রজাপতি



উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে  
শিশু-কিশোরদের সাথে  
সম্মানিত অতিথিরা

শীতের মিষ্টি রোদে দুপুর গড়াতেই পাবলিক লাইব্রেরি প্রাঙ্গণ মুখরিত হতে লাগলো। চারদিকে তখনো শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চলছে। কেউ স্টল সাজাচ্ছে, কেউবা উদ্বোধনী সংগীতের মহড়ায় ব্যস্ত। কমলা রঙের টি-শার্টে এদিক ওদিক শিশু প্রতিনিধি ও স্বেচ্ছাসেবকদের ছুটোছুটি। অন্যদিকে ঢাকের তালে তাল দিচ্ছে কেউ কেউ। কেউবা ক্যামেরার ক্লিকে ব্যস্ত। চারিদিকেই সাজসাজ রব। হবে নাই বা কেন! আজই যে পর্দা উঠতে চলেছে সাত দিন জুড়ে চলা আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব বাংলাদেশের ১১তম আসরের। এরই মধ্যে উৎসব প্রাঙ্গণে উপস্থিত হলেন অতিথিরা। উৎসবের স্বেচ্ছাসেবকেরা পরিবেশন করলো উৎসব সংগীত “আলো আমার আলো ওগো, আলোয় ভুবন ভরা...” এরপরেই জাতীয় সংগীতের সাথে সাথে জাতীয় পতাকা ও চিলড্রেন’স ফিল্ম সোসাইটি বাংলাদেশের এবং উৎসবের পতাকা উত্তোলন করেন অতিথিবৃন্দ। উৎসবের প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত এমপি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় তথ্যমন্ত্রী জনাব হাসানুল হক ইনু এমপি। একজন সম্মানিত অতিথি হিসেবে ছিলেন ব্রিটিশ কাউন্সিল বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর বারবারা উইকহ্যাম। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সভাপতিত্ব করেন উৎসব উপদেষ্টা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব মুস্তাফা মনোয়ার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন চিলড্রেন’স ফিল্ম সোসাইটি বাংলাদেশের সভাপতি মুহম্মদ জাফর ইকবাল, প্রতিষ্ঠাতা

মোরশেদুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মুনیرা মোরশেদ মুননী, উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ইয়াসমিন হক এবং উৎসব পরিচালক আবিব ফেরদৌস। উৎসবের প্রদীপ প্রজ্জ্বলনে অতিথিদের সাথে অংশ নেয় শিশু স্বেচ্ছাসেবকেরা। একে একে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন অতিথিরা। শুরুতেই সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মুনیرা মোরশেদ মুননী বলেন, “আমাদের সংগঠনের বাচ্চাগুলো এখন এতই বড় হয়ে গেছে, তারা নিজেরাই সব কাজের দায়িত্ব নিয়ে করছে। আমরা বুড়ো মা-বাবার মতন ওদের তারুণ্য দেখি। ওদের এই তারুণ্য আমি ভীষণ উপভোগ করি।” চিলড্রেন’স ফিল্ম সোসাইটি বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা মোরশেদুল ইসলাম বলেন, “এ উৎসবের মধ্যে যে প্রাণের ছোঁয়া আছে, তা কিন্তু অন্য উৎসবে নেই। অন্যান্য উৎসবে হয়তো জৌলুস আছে কিন্তু আমাদের আছে প্রাণ। আমাদের শিশু চলচ্চিত্র নির্মাতারা, স্বেচ্ছাসেবকেরাই আমাদের উৎসবের প্রাণ।” মুহম্মদ জাফর ইকবাল বলেন, “আমাদের দেশের সকল ভালো কাজগুলো হয়েছে স্বেচ্ছাসেবকদের সাহায্যে। আমাদের সাথে পার্থক্য হচ্ছে, অন্যান্য সংগঠনে স্বেচ্ছাসেবকেরা বড় হয়। এখানে স্বেচ্ছাসেবকেরা বয়সে বেশ ছোট। এবারে এসে দেখি, আরো ছোট স্বেচ্ছাসেবকেরা রয়েছে উৎসবে। স্বেচ্ছাসেবকেরা যত ছোট হবে, তত বেশি আগ্রহ নিয়ে কাজ করবে তারা। সেজন্যই এই উৎসবটি এতটা আনন্দের হয়। তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু এমপি সকলের কাছে

কথা দিলেন, এবারে শিশুদের জন্য নির্মিত চলচ্চিত্রের জন্য সরকারি অনুদান দেওয়ার পাশাপাশি অনুদান দেওয়া হবে শিশু চলচ্চিত্র নির্মাতাদেরও। যা বাস্তবায়িত হবে আগামী উৎসব থেকেই। এছাড়াও উৎসব উপদেষ্টা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব মুস্তাফা মনোয়ার বলেন, “আমাকে অনেকেই বলে, চলচ্চিত্র উৎসব দিয়ে কী হয়? আমি তাদের বলি, কিছুই হয় না। কিন্তু এই উৎসব আমাদের ছেলেমেয়েদের কল্পনাশক্তি বাড়াই। যে কল্পনা করতে জানে, সে কখনো অনৈতিক কাজ করতে পারে না।” উৎসবের প্রধান অতিথি মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত এমপি বলেন, “এই উৎসবে এসে যেন আমি আমার বাল্যকালে ফিরে গেলাম। শৈশবে উৎসব উপভোগ করা একটা শ্রেষ্ঠ সময়। তোমরা তোমাদের জীবনের সেই সময় আছো, তোমরা এই উৎসব উপভোগ করবে এই কামনা নিয়েই আমি উৎসব উদ্বোধন করছি।” উদ্বোধনের পরেই প্রদর্শিত হয় শেখর মুখার্জীর পরিচালনায় উৎসব লোগো ফিল্ম এবং সিএফএস বাংলাদেশ প্রযোজিত তথ্যচিত্র “নির্মাতার গল্প”। এছাড়াও প্রদর্শিত হয় মারিয়া নভারো পরিচালিত মেক্সিকান চলচ্চিত্র “টেসোরস”। সপ্তাহজুড়ে এই উৎসবে পাবলিক লাইব্রেরি ছাড়াও রাজধানী ঢাকার আরো ৫টি ভেন্যুতে ৫৮টি দেশের ২২০টি শিশুতোষ চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হবে।

- সামিয়া শারমিন বিভা



## প্রেসিডেন্টের কথা

গতকাল উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চিলাড্রেন'স ফিল্ম সোসাইটি বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট, ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল। একথা সবাই-ই জানেন তিনি ছোটদের কাছে কতোটা প্রিয়। উৎসবে আগত শিশু কিশোররা সেই অনুযায়ী-ই তাদের প্রিয় মানুষটিকে ঘিরে রেখেছিলো সর্বক্ষণ। তাই বুলেটিনের জন্য সাক্ষাতকার নিতে তার কাছে সময় পেতে কিছুটা বেগ পেতে হলো প্রথমেই। তবুও, তিনি সময় দিলেন হাসিমুখেই। তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো বেশ কয়েকটি প্রশ্ন। উত্তরও তিনি দিয়েছেন বেশ সূক্ষ্মভাবে।

চলচ্চিত্রের মানোন্নয়নের জন্য কোন ক্ষেত্রটিকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, “চলচ্চিত্র এমন একটি মাধ্যম যেখানে কোনো ক্ষেত্রেই খুঁত থাকা উচিত না। যারা গল্প লিখবে তাদের স্বয়ংসম্পূর্ণ গল্প লিখতে হবে, যারা অভিনয় করবে তাদের অভিনয় পূর্ণাঙ্গ হতে হবে, যারা পরিচালনা করবেন, তাদেরকেও যথেষ্ট সতর্ক থাকতে হবে। মোট কথা, কোনো ক্ষেত্রকেই কম প্রয়োজনীয় ভাবলে চলবে না।” আরো জানতে চাওয়া হয়েছিলো বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কোন বিষয় নিয়ে সবচেয়ে বেশি সিনেমা বানানো উচিত। এ ব্যাপারেও তিনি কোনো নির্দিষ্ট বিষয়কে অগ্রাধিকার দিলেন না। বরং বললেন, যারা সিনেমা বানাতে তাদের ভাবনাই এখানে মুখ্য।

তার লেখা উপন্যাস নিয়ে সিএফএস এর প্রতিষ্ঠাতা এবং শিশু চলচ্চিত্র পরিচালক মোরশেদুল ইসলাম বেশ কিছু সিনেমা বানিয়েছেন। কোনো উপন্যাস থেকে সিনেমা বানানো হলে গল্পটি পুরোপুরিভাবে ফুটিয়ে তোলা যায় কিনা সেই প্রসংগে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, সেটা পুরোপুরি নির্ভর করে পরিচালকের দক্ষতার উপর। এমন অনেক উপন্যাস বা গল্প আছে যা পড়ার চেয়ে সিনেমা হিসেবে দেখতে বেশি উপভোগ্য। আবার উল্টোটাও দেখা যায়। তাই পরিচালককেই এক্ষেত্রে সচেতন হতে হবে।

আর সবশেষে যখন সিএফএস এর ভবিষ্যত তিনি কীভাবে দেখেন তা জানতে চাওয়া হলে, তিনি আজকের এই উৎসবকেই উদাহরণ হিসেবে দেখালেন। দেখতে দেখতে দশটি উৎসব সফলভাবে আয়োজন করার পর, এবং প্রতিবার উৎসবের ব্যাপ্তি পরিসৃত হওয়ার পর এটি আর কোনো সন্দেহের অবকাশ রাখে না যে সিএফএস এর পরিধি ভবিষ্যতে আরো বাড়বে আর এখন থেকেই ভবিষ্যতের আরো চলচ্চিত্রকার বের হয়ে আসবে।

- নাগির্গিস মনামী হামিদ



## উৎসবের যোদ্ধারা

পড়াশুনা, কোচিং এর অন্যান্য ঝামেলার মাঝে একটু সময় বের করা খুবই কঠিন এই যোদ্ধাদের। তারাই জানালো একটা উৎসবের দেখাশুনা করা যুদ্ধের থেকে কম কিছূনা। ১১তম আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব বাংলাদেশ এ আসলে আপনিও দেখতে পাবেন হাসিমুখের সেইসব যোদ্ধাদের।



## ‘সিনেমা পাগল’ তন্বীমা

জয়পুরহাটের মোসাম্মত শারমিন আক্তার তন্বীমা এবারের উৎসবের কনিষ্ঠতম প্রতিনিধি। তার বানানো সিনেমার নাম ‘সিনেমা পাগল’। তন্বীমা বললো, “চলচ্চিত্র পাগল এক ছেলেকে নিয়েই আমার এ ছবির গল্প। তার জীবনকাহিনী, চলচ্চিত্র নির্মাতা হিসেবে নানা বাঁধা-বিপত্তি এসব নিয়েই নির্মিত হয়েছে এই সিনেমাটি”। নবম শ্রেণি পড়ুয়া তন্বীমা এবারের উৎসবের অংশ হতে পেরে ভীষণ খুশি। ভবিষ্যতে আরো ছবি বানিয়ে প্রতিবছর এ উৎসবে অংশ নিতে চায় সে।

জানা গেল প্রতিযোগিতার ফলাফল নিয়ে তন্বীমার খুব বেশি চিন্তা নেই। এই উৎসবে তার ছবি প্রদর্শিত হচ্ছে এতেই সে ভীষণ আনন্দিত। তবে পুরস্কার পেলে আরো অনেক উচ্ছ্বসিত হবে তন্বীমা। তন্বীমার বানানো ১২ মিনিটের ছবিটি দেখা যাবে আগামী ২৯ জানুয়ারি অর্থাৎ উৎসবের তৃতীয় দিন জাতীয় জাদুঘরের সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে বিকেল চারটায়।

- ঋদ্ধ অনিন্দ্য গাঙ্গুলী



## “যে দেশকে ভালোবাসতে পারে সে মানুষকেও ভালোবাসতে পারবে”

একাদশ বারের মতো আয়োজিত আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব বাংলাদেশের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হয়ে উৎসবে এসেছিলেন বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হাসানুল হক ইনু এমপি। উৎসবের উদ্বোধনী আনুষ্ঠানিকতা শুরুর আগে তিনি আমাদের কিছু প্রশ্নের উত্তর দেন।

### ■ আমাদের উৎসবে এসে কেমন লাগছে?

- বাংলাদেশের চলচ্চিত্র সব সময় মানুষকে আনন্দ দেয়, উৎসাহ দেয়, প্রেরণা দেয় এবং তার মধ্যে শিশুদের জন্য চলচ্চিত্র উৎসব বাংলাদেশের জন্য আলাদা একটি আয়োজন। সবাই মনে করে চলচ্চিত্র বড়দের জন্য, কিন্তু আসলে ভবিষ্যতের নাগরিক তো শিশুরা। শিশুরা কীভাবে পৃথিবী দেখবে, স্বপ্ন দেখবে সেই ব্যাপারে চলচ্চিত্র নির্মাণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিশু চলচ্চিত্র উৎসব বাংলাদেশের সমগ্র ভবিষ্যৎ নাগরিকদের, দেশের মালিকদের একজন সুনাগরিক হতে মূল্যবোধে সমৃদ্ধ হতে, ইতিহাস সচেতন হতে, মানবিক হতে এবং আমার দেশের জাতীয় চেতনা- মুক্তিযুদ্ধের চেতনায়

সমৃদ্ধ হতে এই উৎসব আমাদের সাহায্য করবে। মনে রাখতে হবে যে দেশকে ভালোবাসতে পারে সে মানুষকেও ভালোবাসতে পারবে এবং পৃথিবীকে ভালোবাসতে পারবে। যারা শিশুদের জন্য চলচ্চিত্র বানায় সবাইকে আমি বলবো যে, চলচ্চিত্রের ভিতরে যেন ইতিহাসের কথা থাকে, ভবিষ্যতের কথা থাকে, মানবতার কথা থাকে এবং নৈতিকতার কথা থাকে। আর তার চেয়ে যে বড় কথা চলচ্চিত্রে যেন আমার হাজার বছরের যে গড়ে ওঠা বাঙালিয়ানা চর্চাও যেন ফুটে ওঠে।

### ■ আপনার মন্ত্রণালয় আমাদের উৎসবকে কীভাবে সাহায্য করছে?

- আমরা সরকারের তরফ থেকে এবং মন্ত্রণালয়ের তরফ থেকে এখানে আমরা আর্থিক সহায়তা দিয়েছি। প্রতি বছরই আমাদের মন্ত্রণালয় থেকে অনুদান দিয়ে থাকি। সেখানে আমরা অবশ্যই শিশুদের জন্য চলচ্চিত্রের অনুদান দিয়ে যাবো।

### ■ ক্ষুদে নির্মাতাদের থেকে আপনি কী ধরনের চলচ্চিত্র দেখতে চান?

- বাচ্চাদের আনন্দ দেওয়ার মতো চলচ্চিত্রও থাকবে আবার চলচ্চিত্রের ভেতর শিক্ষা থাকবে, সচেতনতা থাকবে, বাঙালিয়ানার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য এবং বাংলাভাষার নয়, প্রমিত বাংলাভাষার চর্চা থাকবে।

- অমৃতাজলী শেষ্ঠেশ্বরই



## পরিচয় পর্ব শেষ!



১১তম উৎসবে আগত শিশু ও তরুণ প্রতিনিধিরা।

গতকাল ২৭ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়ে গেছে উৎসবের ১১তম আসর। এই দিনে দুপুর দেড়টায় ছিল প্রতিনিধিদের পরিচয় পর্বের আয়োজন। প্রতিনিধিদের একে অপরের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়াই ছিল এই আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য। আয়োজনটি শুরু হয় আইস ব্রেকিং সেশনের মাধ্যমে। বিভিন্ন ধরনের খেলার মধ্য দিয়ে প্রতিনিধিরা এই সেশনে এক অপরকে জানার সুযোগ পায়। এই পর্বটি পরিচালনা করেন সিএফএস এর অন্যতম পুরাতন ভলান্টিয়ার জিহাদ। এরপর উৎসব পরিচালক আবীর ফেরদৌস তাদেরকে ৭ দিনের এই উৎসবে স্বাগত জানান এবং বিভিন্ন কর্মশালা ও আলোচনা সভা সম্পর্কে অবগত করেন। পুরো উৎসবে প্রতিনিধিদের তত্ত্বাবধায়ন ও তাদের সবরকম দায়িত্ব পালনের জন্য রয়েছে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ উৎসব প্রতিনিধি দল। এই আয়োজনের শেষে তাদেরকে এবারের উৎসবের ব্রোশার এবং আইডি কার্ড দেওয়ার মাধ্যমে পাকাপাকিভাবে উৎসবে আমন্ত্রণ জানানো হয়।

- নওশীন আনজুম



# THE POPCORN DIARIES



## Inaugurating The Best Seven Days of The Year!

The sun almost bent down before the mesmerizing national anthem of Bangladesh, the lyrical magic of the festival song, "Alo amar alo" and "Amar mukti aloy aloy." Fancy how the environment was enlightened by the chanting of voices from the mini song birds! The honourable Finance Minister of Bangladesh, A.M.A. Muhit hoisted the national flag of Bangladesh. The Chairperson of Children's Film Society Bangladesh, Mustafa Monwar, hoisted the flag of CFS. Founder of CFS, Morshedul Islam, President of CFS, Muhammad Zafar Iqbal, Information Minister Hasanul Haque Inu, Munira Morshed General Secretary of CFS wrapped the first part of the ceremony in the Public Library premises by unleashing the symbol of peace, pigeons. The second part took turn in the Shawkat Osman Auditorium. Tiny humanlings enlightened the whole atmosphere again and lit the festival candles according to the festival tradition. Half way through the festival inaugural glares and it might make individuals question what is so new or exciting about this year. Then one of the guardians of the festival, Munni khala talked about how amazing it is to have a organisation run by kids. She hesitated to mention individuals particularly since she might forget to mention everyone since the family is enormous. Morshed Uncle talked about how a small idea of initiating something regarded to films, created something that centers films for young film makers. He



- Cartoon: Mahatab Rashid

appreciated the contribution of the government as well as the contribution from unexpected sources. Barbara Wickham, the country director of British Council, talked about making people aware about child protection through films. A.M.A. Muhit and Hasanul Haque Inu took a walk down the lane of nostalgia. Celebrating thy childhood through the child volunteers of CFS was something they needed to go back to a period they long left behind. Zafar Sir as usual,

proselytized everyone with warm statements regarding children and films and festival. Abir Ferdous Mukhar, the young festival director officially announced the 7 days program schedule. Mutafa Monowar Sir concluded the last and integral second session of the ceremony by the reminiscence of films that built his childhood. Eyes full of dreams will be exploring the best seven days of the year.

- Syeda Ashfah Toaha Duti



## A CHAT WITH BARBARA

Here at the festival, we always have amazing guests visiting. One such person that came yesterday - her first time at this festival - was Barbara Wickham, the country director to British Council in Bangladesh! We were very excited to hear about her thoughts on the festival, and delighted when she took the time to talk to us. Here's what Barbara had to say!  
 "One of the core areas of the British Council is Arts, it's one of our core areas, and what we are interested in in those programs is looking into how people make all these creative partnerships that can make everyone's lives richer. This is the only festival for children and young people, and so British Council is very excited to take the opportunity to help with it. I think it's really incredible that just with the phone in your pocket, you can record audios, take pictures, record video, and that, I think, is the future. This really makes everyone a journalist, a filmmaker, a photographer. What we are really interested in is

how to help young people use the technology so readily in their pockets, to see and record their world and express things differently. For us, at the British Council, this is absolutely fascinating. It's about how we can use technology in ways so we all live better. When I was looking at the catalogue of this festival, I was blown away by the number of countries represented in film at this festival. 58! It's phenomenal! If you're looking at people's views of their worlds, film is the most wonderful window. So far, with Children's Film Society Bangladesh, we have got some workshops for people interested in film. We have got Mark Bishop, a filmmaker and actor from the UK, here this week at the festival to conduct a workshop. In the future, we will definitely continue this work, and I look forward to bringing in people from different parts of the world to understand each other a bit better!"

- Raidah Morshed

**Editor:** Ashik Ibrahim  
**Bulletin Advisor:** Kamrul Hasan Moon  
**Co-editor:** Nargis Monami Hamid, Samia Sharmin Biva, Syeda Ashfah Toaha Duti, Riddha Anindya  
**Co-ordinator:** Jannat Rahman  
**Reporter:** Amritanjoli Shreshtheshory, Noshin Anjum, Raidah Morshed  
**Graphic Design:** Mubtasim Alvee, Sadiq Mahmood  
**Photographer:** Shoumit, Mahmeema, Afreeda, Sukonna, Tamanna, Rad, Joy

Organized by



Supported by



Strategic Partners



Associated Partners



Branding Partner



Hospitality Partner

